প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

অর্থনীতি

স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়

আজিজুর রহমান খান | *তারিখ: ০৪-১১-২০১১*

বিশ্বব্যাপী স্বপ্নভঙ্গের এই সময়ে প্রথম আলোর কাছ থেকে স্বপ্ন দেখার আমন্ত্রণ এল। স্বদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন। জনৈক কবির ভাষায় আমার 'এখন সেই বয়েস, যখন দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—শুধু কাছেরটাই ঝাপসা দেখায়'। তাই আমার এই স্বপ্নে আমি আজ থেকে দুই দশক পরে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীর বছর ২০৩১-এ স্বদেশের অর্থনীতির রূপরেখা দেখি। আমার স্বপ্নের স্বদেশ সে বছর বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী একটি 'নিম্ন-মধ্য আয়' (Lower-Middle Income) সম্পন্ন দেশ, যার মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০১০-এর ক্রয়ক্ষমতায় ৩০০০ মার্কিন ডলার (চলতি বিনিময় হারে ৩০০০ ডলারের সমতুল্য টাকায় অভ্যন্তরীণ মূল্যে বাংলাদেশে যা ক্রয় করা যায়) অথবা 'আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতায়' ৮১০০ ডলার (আন্তর্জাতিক গড় মূল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮১০০ ডলারে যা ক্রয় করা যায়)। তুলনামূলক বিচারের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩১-এ আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতায় ২০১০-এ থাইল্যান্ডের আয়ের চেয়ে ৬ শতাংশ কম হবে। তুলনামূলক বিচারের আরেকটি সূচক এই যে ব্যক্তিগত আয়কে জাতীয় আয়ের ৭০ শতাংশ ধরলে ২০৩১-এ গড় আয়ের একজন বাংলাদেশি আমেরিকার বর্তমান সরকারি দারিদ্র্যসীমায় পৌঁছাবে, অর্থাৎ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশি সেই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করবে।

এই মিতাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শর্তগুলো বিবেচনা করা যাক। এখন থেকে আগামী দুই দশক প্রতিবছর গড়ে ৭.২ শতাংশ হারে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান বার্ষিক হারকে দুই দশকের শেষে ১ শতাংশে নামিয়ে আনতে পারলেও দুই দশকে বৃদ্ধির গড় হার সম্ভবত ১.২ শতাংশের কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ মোট জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার প্রায় ৮.৫ শতাংশ হতে হবে।

প্রবৃদ্ধির এই হার অর্জিত হলেও দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার তুলনায় খুবই নিম্নস্তরে থাকবে। দারিদ্র্যকে সীমিত ও সহনীয় করতে হলে আয় বণ্টনের বৈষম্য কমাতে হবে। গত দুই দশকে এ বৈষম্য দ্রুত বেড়েছে। বৈষম্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করে একে অন্তত কিছুটা নামিয়ে আনতে হবে।

পুঁজি বিনিয়োগের হার বর্তমানে জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ বলে হিসাব করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এ হার আগামী দুই দশকে গড়ে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হতে হবে, দুই দশকের শেষে সম্ভবত ৩৫ শতাংশ বা আরও বেশি। যান চলাচল, বিদ্যুৎ, শিক্ষাব্যবস্থা, গণস্বাস্থ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সামাজিক সুফল বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে অনেক বেশি। তাই এ ধরনের বিনিয়োগ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা রাষ্ট্রের সহায়তায় নিষ্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগে যথাযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ হবে না।

আমদানি-নির্ভরতা মেটানোর জন্য রপ্তানি বৃদ্ধির গতি বাড়াতে হবে। তৈরি বস্ত্রনির্ভরতা অতিক্রম করে ব্যাপক বৈচিত্র্য আনা ছাড়া রপ্তানির প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয়।

জাতীয় আয়ে কৃষি উৎপাদনের অংশ ১৫ শতাংশের নিচে নেমে গেছে, কিন্তু শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক

কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্মে নিয়োজিত। এর প্রধান কারণ শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্মসংস্থানের অভাব। উৎপাদন ও শ্রমশক্তির অংশের বিপুল ব্যবধানের ফলে কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত জনসমষ্টির মাথাপিছু আয় অতি অল্প এবং তাদের মধ্যে দারিদ্র্য অত্যন্ত ব্যাপক। এ দারিদ্র্য কমাতে হলে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি দ্রুত কমাতে হবে। আগামী দুই দশকে কৃষিকর্মীর সংখ্যা দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি নামিয়ে আনতে হবে এবং কৃষি থেকে অপসারিত এ মানুষগুলোর জন্য অধিকতর উৎপাদনশীল শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে কর্মসংস্থান করতে হবে। এসব অকৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত হারে শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। শিল্প ও সেবাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত অঙ্গগুলোর প্রবৃদ্ধি দিয়েই নয়, এ ক্ষেত্রগুলোতে অনেক নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদার সম্ভাব্য অপ্রতুলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে শিল্প ও সেবাক্ষেত্রে ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। বস্তুত বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষম, শ্রমনিবিড় শিল্প ও সেবা উদ্যোগে প্রচ্ছন্ন কর্মাভাবগ্রস্ত কৃষিশ্রমিকদের স্থানান্তরকরণই হবে দারিদ্র্যনিবারক উন্নয়নের মূল পন্থা।

এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের সম্ভাবনা কতটুকু? পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপাদান বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা বিচার করা যাক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগ থেকে এই নিম্নগতির হার লক্ষণীয়ভাবে শ্লথ হয়ে গেছে। জন্মনিরোধক পন্থাগুলোর দুই দশকব্যাপী দ্রুত বিস্তার নতুন শতাব্দীর শুরুতে থেমে যায়। এর প্রধান কারণ সরকারি জন্মনিরোধক কার্যক্রমের সংকোচন। এ কার্যক্রমের পুনঃপ্রসার এবং জন্মনিরোধনে ক্রমবর্ধিত হারে বিনিয়োগ দ্বারা জন্ম ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে আবার নিম্নগামিতা আনা সম্ভব। তবে আমি যে ধরনের গুণগত পরিবর্তন আশা করছি, তা বাস্তবায়িত হতে হলে প্রজনন-সিদ্ধান্তের ওপর নারীর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পথে আইনগত ও অন্যান্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

পুঁজি বিনিয়োগের হারের প্রস্তাবিত বৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে কি? কয়েক বছর আগে এক প্রবন্ধে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আমি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি, পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রধান বাধা পুঁজির সীমিত জোগান নয়, বিনিয়োগে উৎসাহের অপ্রতুলতা। অনুন্নত অবকাঠামো শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা। শিল্প ও বাণিজ্য, বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ উদ্যোগ দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন এবং প্রশাসন-প্রশ্রিত নৈরাজ্য ও অপহরণের শিকার। বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য যে ধরনের উন্নত অবকাঠামো, গতিশীল ও নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং সক্ষমতা অর্জনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা বিতরণের ব্যবস্থা প্রয়োজন, তার প্রকট অভাব। বিরাজমান দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের দুষ্প্রভাব বহু বিস্তৃত। যে প্রকল্প ১০০ কোটি টাকায় সম্পন্ন হওয়া উচিত, দুর্নীতির ফলে তা সরকারি বাজেটে ১২০ কোটি বা ততোধিক মূল্যের বিনিয়োগ রূপে দেখা দেয়। দুর্নীতির প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে এমন প্রযুক্তির প্রকল্প নির্ধারিত হয়, যা যথেষ্ট শ্রমনিবিড় নয় বা অন্যভাবে অকল্যাণকর।

দুর্নীতি ও নৈরাজ্যের গুণগত প্রশমন পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহ বাড়াবে। সেই সঙ্গে পুঁজির জোগানও বাড়বে। প্রথমত, প্রশাসনিক উন্নতির ফলে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকুচিত হবে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পদ্ধতিতে দেশ থেকে যে পুঁজি বিদেশে পাচার হচ্ছে, তা দেশে থাকবে। সর্বোপরি দেশের উন্নত ভাবমূর্তির ফল হিসেবে চীন ও অন্যান্য উদ্বৃত্তপুঁজির দেশগুলোর কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে পুঁজি আমদানি করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, পুঁজি রপ্তানি করার জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রহীতা দেশ খুঁজে পাওয়া চীনের জন্য বর্তমানে একটি সমস্যা।

অবকাঠামোর উন্নয়ন, দুর্নীতি ও নৈরাজ্য প্রশমন, প্রাক-সক্ষমতার কালে সরকারি সহায়তা ইত্যাদি পদক্ষেপের ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ব্যাপক বিস্তার ঘটবে। একই সঙ্গে অকৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ও রপ্তানির দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনার বাধাও অপসৃত হবে। শ্রমনিবিড় প্রবৃদ্ধির সাহায্যে দরিদ্র জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও মানবসম্পদ প্রসারের সাহায্যে শ্রমজীবীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি দারিদ্র্যবিমোচনের প্রধান উৎস। শ্রম-দরিদ্র ও অন্যান্য প্রান্তিক পরিবারের জন্য

অনুদানের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে। উন্নত প্রশাসনব্যবস্থা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, রাজস্বের ওপর গুরুভার না চাপিয়ে, এই সাহায্য পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

আমার বক্তব্য থেকে মনে হবে, প্রবৃদ্ধির দ্রুতায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হ্রাস, উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যাপক বৈচিত্র্য আনয়ন, বণ্টনবৈষম্য সীমিতকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা—আমার স্বপ্নের সব লক্ষ্যমাত্রাই আমাদের আয়ত্তের সীমায়। পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে আমি এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব কল্পনা করেছি, যা একটি উন্নয়নমুখী উদ্দীপনাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর বিনিয়োগ প্রকল্প স্বল্পতম-দুর্নীতিযুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে পারে, অনুদান ও সরকারি হস্তান্তর নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য প্রাপকের কাছে বিতরণ করতে পারে, উন্নয়নবিরোধী নৈরাজ্য থেকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিচালনায় এমন একটি প্রশাসন প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? স্বদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার যে মুহূর্তে আমি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হই, সেই মুহূর্তে আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়। আমি জেগে উঠি।

পাদটীকা: স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই নিবন্ধে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ নেই। এই নিবন্ধের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পক্ষে বেশ কিছু তথ্য লেখকের নিম্নলিখিত প্রবন্ধে পাওয়া যাবে: 'Is Bangladesh Poised to be Launched on an East Asian Development Path?" in Quazi Shahabuddin and Rushidan Rahman (edited) Development Experience and Emerging Challenges, Bangladesh, BIDS/UPL, Dhaka, 2009.'

আজিজুর রহমান খান: ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (রিভারসাইড) অর্থনীতির ইমেরিটাস অধ্যাপক।

প্রথম আলো
সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬
ই-মেইল :info@prothom-alo.com